মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ অক্টোবর ২০১৮

প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ২ নভেম্বর ২০১৮

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের জন্য সচেষ্ট থাকে।

২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রচন্ড রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতি মাসে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও এই রিপোর্টে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাই শুধুমাত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সূচীপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-অক্টোবর ২০১৮ .... ৪

ভূমিকা ৫

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক দমনপীড়ন ৭

অবাধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার ৭

সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা ১০

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ১২

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ১৪

নিবর্তনমূলক আইন ১৪

‘সরকারি চাকরি বিল-২০১৮’ জাতীয় সংসদে পাশ ১৮

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ১৮

ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ১৯

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন গ্রেফতার ২১

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও খালেদা জিয়ার বিচার ২২

নির্বাচন কমিশন ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২৩

২১ অগাস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা মামলার রায় ঘোষণা ২৫

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ২৫

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ২৫

গুম ২৬

কারাগার পরিস্থিতি ২৯

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশ পুর্ননির্বাচিত ২৯

গণপিটুনি ৩০

শ্রমিকদের অধিকার ৩০

নারীর প্রতি সহিংসতা ৩২

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার ৩৩

‘চরমপন্থা’ ও মানবাধিকার ৩৪

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৩৫

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ৩৫

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ ৩৫

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা ৩৭

সুপারিশ ৩৯

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-অক্টোবর ২০১৮

১ জানুয়ারি-৩১ অক্টোবর ২০১৮*

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরণ			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	অগাস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৮	৬	১৭	২৮	১৪৯	৫০	৬৯	২৪	৩৫	১৯	৪১৫
	গুলিতে নিহত		১	১	০	০	০	০	০	০	০	০	২
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	২	০	০	০	১	০	৫
	মোট		১৯	৭	১৮	২৯	১৫১	৫০	৬৯	২৪	৩৬	১৯	৪২২
গুম			৬	১	৫	২	১	৩	৫	৫	৩০	১৩	৭১
কারাগারে মৃত্যু			৬	৫	৯	৭	৮	৫	৭	৪	২	৪	৫৭
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	১	০	০	০	০	১	০	১	৩	৮
	বাংলাদেশী আহত		৩	৫	১	২	০	১	০	১	৭	০	২০
	বাংলাদেশী অপহৃত		২	০	০	৩	৪	০	০	০	১	২	১২
	মোট		৭	৬	১	৫	৪	১	১	১	৯	৫	৪০
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১২	৬	১	২	৩	১	৩	১২	১	৩	৪৪
	লাঞ্ছিত		১	৩	৩	০	০	০	০	১০	১	০	১৮
	হুমকির সম্মুখীন		২	১	৩	০	১	১	০	১	০	০	৯
	মোট		১৫	১০	৭	২	৪	২	৩	২৩	২	৩	৭১
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৯	৫	৯	১১	১৩	২	৩	২	৪	১০	৬৮
	আহত		৬১৯	৪২৪	৩৩৫	৪২৮	২৯৭	১৫৩	২১৬	২৫২	২৬১	৩৮০	৩৩৬৫
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১২	১৬	১৫	২১	১২	৬	১০	১৪	১৬	৭	১২৯
ধর্ষণ			৪৬	৭৮	৬৭	৬৯	৫৮	৪৮	৫৯	৫৫	৫৪	৫১	৫৮৫
যৌন হয়রানীর শিকার নারী			১৫	১৪	২৫	২৪	১৯	৬	১১	৮	১৬	৯	১৪৭
এসিড সহিংসতা			২	১	৩	৪	২	০	৫	৬	১	১	২৫
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৫	৬	৮	২	৫	২	৪	৩	৬	৪	৪৫
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	১	০	১	০	০	০	০	০	২
		আহত	২০	০	৪০	০	৩৫	২৭	১০	০	১	৬৭	২০০
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৯	১১	৭	৮	১৮	৭	৪	৬	৫	৩	৭৮
		আহত	৮	৪	০	৩	৪	৩	৯	০	৬	২০	৫৭
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)-এ গ্রেফতার **			২	১	০	০	৩	০	২	২৭	৩	১	৩৯
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮- এ গ্রেফতার***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭	৭

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার, গুজব ছড়ানো ও সরকার বিরোধী" পোস্ট দেওয়ার কারণে ২২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

*** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮- এ পাস হয়।

ভূমিকা

১. ২০১৮ এর অক্টোবর মাসের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে এই প্রতিবেদনটি; যেখানে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনসহ রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বর্তমান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক রূপ নিয়েছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের[১] মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসায় সরকার লাগামহীনভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এক ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে। চলতি বছরের ডিসেম্বরে একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি নেয়া হলেও সমস্ত রাজনৈতিক দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়নের মাধ্যমে মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশের অধিকার লঙ্ঘিত করে নির্বাচনী মাঠে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করেছে। বিরোধী দল বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে জেলে অন্তরীন রাখা হয়েছে এবং বিএনপির অগনিত নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এমনকি মৃত, গুরুতর অসুস্থ কিংবা বিদেশে অবস্থানকারী বিএনপির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট (বর্তমানে বিএনপি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, নাগরিক ঐক্য ও গণফোরাম এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী ও সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সভাপতি ও ইংরেজী দৈনিক নিউনেশন পত্রিকার প্রকাশক ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক জোটের আবির্ভাব ঘটে। এই জোটের অন্যতম সদস্য ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বিরুদ্ধে সরকারী পৃষ্টপোষকতায় ইতিমধ্যেই একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মইনুল হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে আটক রেখেছে। এছাড়া জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের পাশাপাশি বাম গণতান্ত্রিক জোট ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলও অবাধ, সুষ্ঠু,ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (আইসিসিপিআর) স্বাক্ষর দানকারী দেশ। এই চুক্তির ২৫(খ) অনুচ্ছেদে সার্বজনীন ও সম ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মতপ্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দান করা ও নির্বাচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে

[১] প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় যা ব্যাপক জন সমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে নিজেদের যে কোন মূল্যে জয়ী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে যে ভঙ্গুর অবস্থায় নিয়ে গেছে তাতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আইসিসিপিআর এর ২৫(খ) ধারা লংঘন করেছে।

২. এদিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান নির্বাচন কমিশন সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচনী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের অর্ন্তভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোসহ বেশিরভাগ বিরোধী জোট ও দলের তীব্র আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

৩. গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের জন্য সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ পাশ করার পর 'সম্প্রচার আইন ২০১৮' এর খসড়াতেও নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এই আইন প্রয়োগ করে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করা হবে বলে মনে করছে মানবাধিকার ও সাংবাদকর্মীদের সংগঠনগুলো। একদিকে নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করছে সরকার অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের সুরক্ষার জন্য বৈষম্যমূলক ও সংবিধান পরিপন্থী সরকারি চাকুরি বিল-২০১৮ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। এই আইনের ফলে দুর্নীতির মাত্রা আগের চেয়েও বেশী হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

৪. জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নভেম্বর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারসহ বিভিন্ন ধরনের ব্লগ ও ওয়েবসাইট মনিটরিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কেনা হয়েছে সাইবার সিকিউরিটি টুলস।[২] অক্টোবর মাসেও সংবাদমাধ্যমের ওপর চাপ অব্যাহত ছিল এবং কর্তব্যরত সাংবাদিকদের ওপর সরকারদলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের হামলার ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হামলায় ১২ জন সাংবাদিক আহত হন। পুলিশের পাহাড়ায় মাথায় হেলমেট পরা লাঠিধারী হামলাকারীদের এখনও গ্রেফতার করা হয়নি।[৩] এছাড়া ৬৮ মাসেও মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সারওয়ার ও তাঁর স্ত্রী এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনীর আলোচিত হত্যা মামলার কোন অগ্রগতি হয়নি।

৫. গত ১৫ মে থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত মাদকবিরোধী অভিযানের নামে ২৬৪ জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। চলতি বছরের মে মাসে শুরু হওয়া 'মাদকবিরোধী' অভিযানের নামে সংঘটিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অক্টোবর মাসেও অব্যাহত ছিল। এই সরকারের আমলে সর্বাধিক গুমের ঘটনা ঘটেছে তাই আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গুম হবার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বিতর্কিত প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মী বিশেষত বিএনপির নেতা-কর্মীদের গুম করা হয়।

---

[২] বাংলা ট্রিবিউন ডট কম ১৭ অক্টোবর ২০১৮; http://www.banglatribune.com/tech-and-gadget/news/376219/

[৩] প্রথম আলো ৪ অক্টোবর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1560031

৬. অক্টোবর মাসেও শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন।

৭. দেশের বিভিন্ন জেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়গুলোতে পরিকল্পিতভাবে আগুন দেয়া অথবা মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার ঘটনা ঘটেছে।

৮. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকায় দেশে চরম অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এবং আইনের শাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সমাজের একটি অংশ চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এই সময় 'চরমপন্থী' দমনের নামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানগুলোতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, যেগুলো নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন রয়েছে।

৯. এই মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস, যৌন হয়রানি এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

১০. মানবাধিকার এবং সংবাদ মাধ্যমকর্মীরা সরকারি নজরদারীর আওতায় রয়েছেন এবং তাঁদের কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগ রয়েছে।

১১. বাংলাদেশের ওপর ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপ ও সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফের হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে।

১২. *অধিকার* বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গা ভিকটিমদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তাঁদের ওপর সংঘটিত মিয়ানমার মিলিটারি ও চরমপন্থী বৌদ্ধদের হাতে গণহত্যা, গণধর্ষণ, নির্যাতন, গুম এবং নারী-শিশুদের ধরে নিয়ে যাওয়া, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরণের তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে, ইউএনএইচসিআর কর্তৃক বিতরণকৃত স্মার্টকার্ডে শরণার্থীদের রোহিঙ্গা হিসেবে উল্লেখ না করায় রোহিঙ্গারা এই কার্ড নিতে চাচ্ছেন না বলে জানা গেছে।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক দমনপীড়ন

অবাধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার

১৩. বিরোধীদলের নেতাকর্মী এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর বর্তমান সরকারের দমনপীড়ন ক্রমান্বয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই মিথ্যা মামলা দায়ের ও গণগ্রেফতার করে সরকার বিরোধীদের দমন করতে চায় বলে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে অভিযোগ রয়েছে। ক্ষমতাসীনদলের নেতারা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত রাজনীতির মাঠ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করবে বলে বক্তব্য দিচ্ছেন। সরকার প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এরই মধ্যে বিএনপি ও জামায়াত এর নেতাকর্মীদের তালিকা তৈরী করে তাঁদের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা দায়েরের পাশাপাশি পুরোনো মামলাগুলোও

সচল করা হয়েছে।[৪] বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ও মহাসচিব হতে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার অনেকগুলোই হয়রানীমূলক ও বানোয়াট। যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত, কেউবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী, অতিশয় বৃদ্ধ অথবা বর্তমানে কারাবন্দি কিংবা বিদেশে অবস্থান করছেন। শুধুমাত্র মামলা দায়েরই হচ্ছে না; এমনকি ঘটনার তদন্ত করে পুলিশ মৃত ব্যক্তির নামেও অভিযোগপত্র জমা দিচ্ছে আদালতে। উদাহরণস্বরূপ, ঝিনাইদহ জেলার শাহ জামাল (৩২) মারা গেছেন ২০০৪ সালে। তাঁর বিরুদ্ধে নয় বছর পর ২০১৩ সালে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানায় একটি নাশকতার মামলা দায়ের করে পুলিশ এবং তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা পেয়ে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়।[৫] ২০১৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর মারা যান যশোর জেলার চাঁচড়া গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেন। অথচ চলতি বছরের ৩০ অগাস্টে দায়ের করা মামলায় পুলিশ বলেছে জাহাঙ্গীর হোসেন দলবল নিয়ে ট্রেনের বগিতে আগুন দিয়েছেন এবং রেললাইন উপড়ে ফেলেছেন।[৬] হবিগঞ্জ জেলার শামসুল হক মারা গেছেন ২০১০ সালে এবং একই এলাকার কামাল মিয়া দুই বছর আগে ডাকাতের গুলিতে নিহত হন। পুলিশ এই দুই মৃতব্যক্তিকে অভিযুক্ত করেছে চলতি বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর পুলিশের ওপর হামলা করার অভিযোগে। ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকার দাইয়ান মুন্সী মারা গেছেন ১৯৯৮ সালে, অথচ পুলিশ মৃত্যুর বিশ বছর পর তাঁকে মামলায় আসামি করেছে।[৭] কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার আগানগর ইউনিয়নের মাধ্যমপাড়া এলাকার মোহাম্মদ মাসুমকে একটি হত্যা মামলায় পুলিশ গত ২৪ জুলাই গ্রেফতার করে। এরপর থেকে তিনি কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি। অথচ বরুড়া থানা পুলিশ গত ৮ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় ১৭ নম্বর আসামি হিসেবে মোহাম্মদ মাসুমের নাম যুক্ত করেছে।[৮]

১৪. এছাড়া পুলিশ মামলা দায়েরের সময় বিপুল সংখ্যক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করছে। ফলে পরবর্তী সময়ে বিরোধীদলীয় যে কোন নেতা-কর্মী বা সাধারণ মানুষকে এই মামলায় গ্রেফতার করে হয়রানী করার সম্ভবনা থেকে যাচ্ছে। অতীতে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করায় সেটাই ঘটেছে। সরকারের এই দমন-নীতির কারণে বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা বাড়িঘর ছেড়ে আত্মগোপন করে আছেন। যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন তাঁরা সবাই বিরোধীদলের জেলা পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় নেতাকর্মী বা সাবেক সংসদ সদস্য। গ্রেফতারের পর দফায় দফায় রিমান্ড চাওয়া হলে আদালত তাঁদের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।

[৪] নয়াদিগন্ত, ৩ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/politics/354099/
[৫] প্রথম আলো, ১৩ অক্টোবর ২০১৮
[৬] প্রথম আলো, ৯ অক্টোবর ২০১৮, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1560654/
[৭] প্রথম আলো, ১০ অক্টোবর ২০১৮
[৮] মানবজমিন, ১২ অক্টোবর ২০১, http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=139808&cat=3/

বোমা নিক্ষেপের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত আসামি পক্ষাঘাতগ্রস্ত আব্দুল বারীকে কারাগারে নিতে পুলিশের গাড়িতে তোলা হচ্ছে। ছবি: প্রথম আলো, ১ নভেম্বর ২০১৮

১৫. বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, আইনজীবীসহ প্রায় তিন লাখ মানুষের বিরুদ্ধে সারাদেশে সেপ্টেম্বর মাসে দায়ের করা প্রায় চার হাজার মামলার তদন্তে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিশন গঠনের নির্দেশনা চেয়ে করা রিটের শুনানী গত ৮ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মোহাম্মদ আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীকালে কয়েকটি মামলার এজাহার পর্যবেক্ষণ করে আদালত বলেন, “এই ধরনের (গায়েবী) মামলায় পুলিশের ভাবমর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়। খন্দকার মাহবুব হোসেন[৯] একজন সিনিয়র আইনজীবী। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে তিনিও ককটেল (হাতে তৈরি বোমা) মেরেছেন।”[১০] যদিও এই মামলায় রুল দেয়ার সময় ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি দুই অবস্থান গ্রহন করেন । ফলে এই বিষয়টি এখন আবার তৃতীয় কোন বিচারপতি শুনবেন।

‘গায়েবি’ মামলার আসামি হয়ে যশোর থেকে তাঁরা আগাম জামিন নিতে এসেছেন হাইকোর্টে। ছবি: প্রথম আলো, ৯ অক্টোবর ২০১৮

---

[৯] বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সভাপতি

[১০] নয়াদিগন্ত, ৯ অক্টোবর ২০১৮, http://www.dailynayadiganta.com/first-page/355456/

১৬. গত ৩০ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত বিএনপি'র সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, পুলিশি কাজে বাধা প্রদান এবং উস্কানিমূলক বক্তব্যের অভিযোগে ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ অর্ধশতাধিক কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে হাতিরঝিল থানায় দু'টি মামলা দায়ের করে পুলিশ। ওই দিনের সমাবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশ তাদের দুই শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে বলে জানিয়েছে বিএনপি। তাঁদের অনেককে হাতিরঝিল থানায় দায়েরকৃত ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।[১১]

১৭. গত ৯ অক্টোবর ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশ ২৫৮ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে অভিযুক্ত করে এবং ২৫০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে দুইটি মামলা দায়ের করে।[১২]

১৮. মাদারীপুর জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক জাহান্দার আলী চিকিৎসার জন্য ঢাকায় এসে গত ৮ অক্টোবর একটি বেসরকারি হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা করতে দিয়ে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যান। সেখান থেকে তিনি পাঁচ জন স্থানীয় বিএনপি নেতাকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য বিএনপি কার্যালয়ের পাশে একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবারের জন্য অপেক্ষা করার সময় সাদা পোশাকে কয়েকজন গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য তাঁদের আটক করে পল্টন থানায় নিয়ে যায়[১৩] এবং ১৮৮৪ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়।[১৪]

১৯. গত ১০ অক্টোবর পুলিশ বিভিন্ন জেলায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং ২০০ জন বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। এরমধ্যে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চৌধুরীসহ জেলার ১৭টি উপজেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ১০২ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[১৫]

সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা

২০. সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের ব্যবহার করে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে এবং সেগুলোতে হামলা করে পণ্ড করে দিচ্ছে যাতে নির্বাচনের আগে বিরোধীদলগুলো সংগঠিত হতে না পারে। অথচ সরকারী দলের নেতা-কর্মীদের দ্বারা সংঘঠিত এইসব ঘটনার জন্য উল্টো বিএনপির নেতাকর্মীদের অভিযুক্ত করে মামলা দয়ের করা হয়েছে। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে সরকার বিরোধীদের নবগঠিত জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তাদের কর্মসূচি শুরু করতে চেয়েছিল ২৩ অক্টোবর সিলেটে হযরত শাহজালাল এর মাজার জিয়ারত ও সমাবেশ করার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু নিরাপত্তার অজুহাতে তাদের সমাবেশ করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। এরপর ২৪ অক্টোবর সমাবেশ করার জন্য দ্বিতীয় দফা আবেদন করা

---

[১১] নয়াদিগন্ত, ৩ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/politics/354099/
[১২] মানবজমিন, ১২ অক্টোবর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=139741&cat=9/
[১৩] নয়াদিগন্ত, ৯ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/355460/
[১৪] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাদারীপুরের মানবাধিকার কর্মীর সংগৃহীত তথ্য
[১৫] নয়াদিগন্ত, ১১ অক্টোবর ২০১৮, http://www.dailynayadiganta.com/last-page/356074/

হলে পুলিশ শেষ মুহুর্তে অনুমতি দেয়।[১৬] তবে সমাবেশের আগের দিন ২৩ অক্টোবর রাত আনুমানিক ৮ টা থেকে পুলিশ সিলেট বিএনপির সভাপতি আবুল কাহের শামীমের বাসভবন ঘিরে রাখে এবং বাসভবনের সামনে থেকে ৬ জন ও শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ২০/২৫ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে বলে বিএনপি দাবি করে।[১৭] এরপর সমাবেশ শেষ হবার পর বিএনপির চেয়ারপর্সনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এবং জনসভা থেকে ফেরার পথে ২৫ জন বিএনপি নেতাকর্মীকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বর্তমানে জেলে আটক রয়েছেন।[১৮] শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ-মিছিলে বাধা ও হামলা বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭[১৯] এবং বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ২১[২০] এর স্পষ্ট লঙ্ঘন। এই সংক্রান্ত অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

২১. অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবিতে বিএনপির সাত দফা আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচিতে গত ৩ অক্টোবর ঠাকুরগাঁও ও মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ সমাবেশে হামলা চালায় পুলিশ। এতে দুই জেলায় ৬০ জন বিএনপি নেতাকর্মী আহত হন। মুন্সীগঞ্জে ১২ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[২১]

২২. গত ১০ অক্টোবর বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারপার্সন তারেক রহমানকে ২১ অগাস্ট গ্রেনেড হামলার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়ার প্রতিবাদে খুলনায় জেলা যুবদল ও ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পিটিআই মোড়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মিছিলে হামলা চালায়। ছাত্রলীগের এই হামলায় সাতজন যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মী আহত হন।[২২]

২৩. বিরোধীদল বিএনপি ছাড়াও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনের মিছিল-সমাবেশেও পুলিশ হামলা করেছে বলে জানা গেছে। উদাহরণস্বরূপ, গত ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সকাল থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব এলাকায় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে সমাবেশ করার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপস্থিত হতে থাকেন। এ সময় পুলিশ তাঁদের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠলে শিক্ষকরা প্রেসক্লাব এলাকা ছেড়ে শিক্ষা ভবনের সামনে চলে যান। সেখানে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করলে শিক্ষকরা হাইকোর্টের ভেতরে অবস্থান নেন। পুলিশ সেখানে গিয়েও তাঁদের ওপর চড়াও হয়। এই সময় কিশোরগঞ্জ জেলা শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ফজলুল হককে পুলিশ গ্রেফতার করে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায়।[২৩] চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩৫ বছর করার দাবিতে গত ২০ অক্টোবর ঢাকার শাহবাগে জাতীয় যাদুঘরের সামনে সাধারণ ছাত্র পরিষদ

---

[১৬] প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর ২০১৮

[১৭] নয়াদিগন্ত ২৪ অক্টোবর ২০১৮, http://www.dailynayadiganta.com/sylhet/359519/

[১৮] ইত্তেফাক ২৫ অক্টোবর ২০১৮, http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/2018/10/25/308854.html

[১৯] জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

[২০] শান্তিপূর্ণ সামাবেশের অধিকার স্বীকার করতে হবে। এ অধিকার প্রয়োগের ওপর আইনসম্মত ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জননিরাপত্তা, জনশৃংখলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা, অথবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের স্বার্থে যা আবশ্যক তা ছাড়া যেরূপ অবশ্য প্রয়োজন সেরূপ ব্যতীত কোন বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না।

[২১] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁও ও মুন্সীগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২২] নয়াদিগন্ত, ১১ অক্টোবর ২০১৮, http://www.dailynayadiganta.com/more-news/356105/

[২৩] যুগান্তর, ৬ অক্টোবর ২০১৮, https://www.jugantor.com/todays-paper/news/97832/

আয়োজিত মানববন্ধন ও সমাবেশ পুলিশের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায়।[২৪] অথচ কিছু দিন আগে এই শাহবাগ মোড়ে রাস্তা আটকিয়ে দিনের পর দিন সরকার সমর্থিত "মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান" সংগঠনের অল্প কিছু লোক ব্যাপক জনভোগান্তির সৃষ্টি করে। তখন পুলিশ সেখান তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন

২৪. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১০ জন নিহত ও ৩৮০ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২১টি ও বিএনপি'র ১টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৭ জন নিহত ও ২৯০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১০ জন আহত হয়েছেন।

রাজনৈতিক সহিংসতা ২০১৮		
মাস	নিহত	আহত
অক্টোবর	১০	৩৮০

রাজনৈতিক সহিংসতা ২০১৮			
মাস	নিহত: অভ্যন্তরীণ সংঘাতে	আহত: অভ্যন্তরীণ সংঘাতে	
	আওয়ামীলীগ	আওয়ামীলীগ	বিএনপি
অক্টোবর	৭	২৯০	১০

২৫. গত ১০ বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নে প্রধানত জড়িত রয়েছে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামীলীগসহ এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা। এদের বিরুদ্ধে হত্যা, নারীর প্রতি সহিংসতা, ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন, বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ আছে। এছাড়া তারা নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণেও বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং একে অপরকে হত্যা করছে। দেশে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন না থাকায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এই ধরণের দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দায়মুক্তি ভোগ করছে। অনেকে বিচারের মাধ্যমে দণ্ডিত হলেও রাজনৈতিক প্রভাবে তা মওকুফ করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় ২০০০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর লক্ষীপুর জেলা বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক আইনজীবী নুরুল ইসলামকে লক্ষীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং তৎকালিন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তাহেরের তিন ছেলে বিপ্লব, লাবু ও টিপু'র নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত বাড়ি থেকে অপহরণ করার পর হত্যা করে তাঁর লাশ টুকরো টুকরো করে বস্তায় ভরে মেঘনা নদীতে ফেলে দেয়।[২৫] এই হত্যা মামলায় আদালত এএইচএম আফতাব উদ্দিন বিপ্লবসহ ৫ আসামীকে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদন্ড এবং নয় আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।

[২৪] প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর ২০১৮
[২৫] প্রথম আলো, ২০ জুলাই ২০১১, http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2011-07-20/news/171595

১০ বছরের বেশি সময় পলাতক থাকার পর আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় আসলে বিপ্লব ২০১১ সালে আদালতে আত্মসমর্পণ করে এবং একই বছর তৎকালিন রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান নুরুল ইসলাম হত্যা মামলায় বিপ্লবের সর্বোচ্চ সাজা মওকুফ করেন। এর পরের বছর আবার তৎকালিন রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান কামাল ও মহসিন হত্যা মামলায় বিপ্লবের যাবজ্জীবন সাজা কমিয়ে ১০ বছর করেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অন্যান্য মামলায় সাজা থাকায় সেই সময় বিপ্লব মুক্ত হতে পারেনি। গত ৯ অক্টোবর বিপ্লব লক্ষীপুর জেলা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। উল্লেখ্য, বিপ্লব ছাড়াও তার পিতা আবু তাহের এবং তার অন্যান্য ভাইদের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হত্যা করার অভিযোগ আছে এবং কয়েকটি হত্যা মামলায় তাদের সাজাও হয়েছিল।[২৬] বর্তমানে তারা সবাই কারামুক্ত এবং গত লক্ষীপুর পৌরসভার নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে দিয়ে আবু তাহের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৬.গত ১ অক্টোবর বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জের ধরে দৈবজ্ঞহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনসার আলী ও কর্মী শুকুর আলী শেখ নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশ আওয়ামী লীগ নেতা ও দৈবজ্ঞহাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফকির শহিদুল ইসলামসহ দুইজনকে আটক করেছে।[২৭]

২৭.প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে গত ২৩ অক্টোবর বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে মিছিল শেষ করে ফেরার সময় পরিষদের চার যুগ্ম আহ্বায়ক ফারুক হাসান, মেহাম্মদ আতাউল্লাহ, রাতুল সরকার ও তুহিন ফারাবীর ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালালে তাঁরা আহত হন। আহতদের একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[২৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিক্ষার্থীরা। ছবিঃ নয়াদিগন্ত ২৩ অক্টোবর ২০১৮

---

[২৬] যুগান্তর, ১০ অক্টোবর ২০১৮, https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/99249/
[২৭] প্রথম আলো, ২ অক্টোবর ২০১৮
[২৮] নয়াদিগন্ত ২৩ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/education/359326/

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

নিবর্তনমূলক আইন

২৮.সরকার নিবর্তনমূলক আইন তৈরি এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে লঙ্ঘন করছে। স্বাধীন মতপ্রকাশ বাধাগ্রস্ত করবে এই ধরনের ধারা সংবলিত করে সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী এবং নাগরিক সমাজের তীব্র আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে গত ১৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে অধিবেশনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ পাশ করে সরকার।[২৯] উল্লেখ্য তথ্যপ্রযুক্তি আইনের নিবর্তনমূলক ৫৭ ধারার বিষয়গুলোকে এই আইনের চারটি ধারায় (২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১ এ) বিন্যস্ত করা হয়েছে। এসব ধারায় বিভক্ত করে যেভাবে আরও কঠোর এবং অধিকতর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তা সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এবং বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।[৩০] এই আইনের সবচেয়ে বিতর্কিত ৩২[৩১] নম্বর ধারাটি তথ্য অধিকার আইনের পরিপন্থী। এছাড়া ৪৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে- যদি একজন পুলিশ কর্মকর্তা মনে করেন, এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে অথবা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অপরাধটি করা হয়েছে অথবা এই ধরনের অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা রয়েছে অথবা সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে পুলিশ যেকোনো স্থানে বা ব্যক্তিকে তল্লাশি করতে পারবে। এছাড়াও কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ করেছে বা করছে বলে সন্দেহ হলে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারবে। ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নাগরিকদের, বিশেষ করে ভিন্নমতাবলম্বী ও বিরোধীদলের রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যাপকভাবে হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এছাড়া আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এই আইন সরকারএর অপরাধমূলক কর্মকান্ড প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাংবদিকদের ভেতর ভীতির সৃষ্টি করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২৯.গত ৯ অক্টোবর জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল এক বিবৃতিতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে গুরুতরভাবে বাধাগ্রস্ত করবে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই আইন সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, ব্লগার ও ইতিহাসবিদদের কাজের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করে কাউন্সিল।[৩২] গত ১৫ অক্টোবর সম্পাদক পরিষদ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশনে আইনটি সংশোধনের দাবি জানায়।[৩৩]

---

[২৯] যুগান্তর, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/92399/

[৩০] প্রথম আলো, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

[৩১] এই ধারায় বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি অফিশিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্টের আওতাভুক্ত অপরাধ- কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্াক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংঘটন করেন বা করতে সহায়তা করেন তা হলে তিনি অনাধিক ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এই ধারার অধীনে অনুসন্ধানী ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন তৈরির কর্মকাণ্ড প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করবে। এই আইনের ৮, ২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১ ধারা প্রচলিত ফৌজদারি দণ্ডবিধির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

[৩২] নয়াদিগন্ত, ১০ অক্টোবর ২০১, http://www.dailynayadiganta.com/first-page/355832/

[৩৩] মানবজমিন, ১৬ অক্টোবর ২০১৮, http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=140462&cat=2/

বাকস্বাধীনতা ও মুক্ত সাংবাদিকতাবিরোধী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের সম্পাদকরা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করছেন। ছবিঃ মানবজমিন ১৬ অক্টোবর ২০১৮

৩০.অক্টোবর মাসে ৭ জনকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে

৩১.প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ব্যঙ্গ করে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার অভিযোগে গত ১১ অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার পাঁচশাইল থানায় এসআই মোহাম্মদ আবু তালেব বাদি হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫(২)[৩৪] ধারায় বিএনপি সমর্থক আবুল কাশেমের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ আবুল কাশেমকে গ্রেফতার করেছে।[৩৫]

৩২.আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের বিকৃত ছবি ফেসবুকে পোস্ট করার অভিযোগে বাংলাদেশ মানবাধিকার ফাউন্ডেশন ঝিনাইগাতী শাখার মহিলা বিষয়ক সম্পাদক রৌশনারা খাতুন রুমির বিরুদ্ধে শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ মজিবর রহমান ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৯ ও ৩১ ধারায় মামলা দায়ের করে। গত ১৬ অক্টোবর পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে শেরপুর আদালতে সোপর্দ করলে আদালত তাঁর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেয়।[৩৬] এরপর পুলিশ তদন্ত করে ১৭ অক্টোবর এই মামলায় ফাইনাল রির্পোট দিলে ১৮ অক্টোবর আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। এরমধ্যে তিনি তিন দিন জেল খাটেন।[৩৭] গত ২৩ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও ইংরেজী দৈনিক নিউ নেশন পত্রিকার প্রকাশক ব্যারিস্টার

[৩৪] (১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে (ক) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, এমন কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেন,যাহা আক্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্ত বা হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন বা (খ) রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ন করিবার, বা বিভ্রান্তি ছড়াইবার, বা তদুদ্দেশ্যে.অপপ্রচার বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ,বা প্রচার করেন বা করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনাধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৩৫] মানবজমিন ১৩ অক্টোবর ২০১৮, http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=139992&cat=2/

[৩৬] এনটিভি অনলাইন, ১৬ অক্টোবর; http://www.ntvbd.com/bangladesh/220233/ প্রথম আলো, ১৭ অক্টোবর ২০১৮

[৩৭] মানবজমিন, ১৯ অক্টোবর ২০১৮, http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=140939&cat=2/

মইনুল হোসেন-এর বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মুনিরা সুলতানা মনি ময়মনসিংহ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে নিবর্তনমূলক আইন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৯(১) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন।[৩৮] পরবর্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একই ঘটনায় আরো ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৩৩. একদিকে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ পাশ করেছে সরকার অন্যদিকে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারায় অভিযুক্তদের জেল হাজতে প্রেরণ ও রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত আছে। এরমধ্যে বিরোধীদলের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও রয়েছেন। গত ৮ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বরখাস্তকৃত সহকারী অধ্যাপক মাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা ইফতেখার উদ্দিনের দায়ের করা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার মামলায় চট্টগ্রামের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম এসএম শহিদুল্লা মাইদুল ইসলামকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠান।[৩৯] এরপর গত ৯ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ মাইদুল ইসলামের রিমান্ড স্থগিত করে তাঁকে ছয় মাসের জামিন দিলে[৪০] তিনি গত ৩০ অক্টোবর জেল থেকে মুক্তি পান।[৪১] নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে এক বিএনপি কর্মীর ফোনালাপ রেকর্ড করে তা ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এই আন্দোলনকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে রূপ দিতে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী নেপথ্যে কলকাঠি নাড়েন এই অভিযোগে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া দস্তগীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) ধারায় গত ৪ অগাস্ট চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন দেয়। জামিনের মেয়াদ শেষ হলে তিনি চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতে গত ৭ অক্টোবর হাজির হয়ে জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করলে আদালত ২১ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁকে জামিন দেয়। গত ২১ অক্টোবর নির্ধারিত তারিখে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী আদালতে হাজির হয়ে জামিন চাইলে আদালত তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে জেল হাজতে পাঠায়[৪২] এবং এরপর গত ২৫ অক্টোবর তাঁকে ১ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত।[৪৩]

---

[৩৮] বাংলা ট্রিবিউন ২৪ অক্টোবর ২০১৮; http://www.banglatribune.com/country/news/378455
[৩৯] মানবজমিন, ৯ অক্টোবর ২০১৮, www.mzamin.com/article.php?mzamin=139355&cat=2/
[৪০] নয়াদিগন্ত, ১১ অক্টোবর ২০১৮, http://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/355998/
[৪১] মানবজমিন ৩১ অক্টোবর ২০১৮, http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=142894&cat=3/
[৪২] যুগান্তর ২২ অক্টোবর ২০১৮, https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/103436/
[৪৩] প্রথম আলো ২৬ অক্টোবর ২০১৮

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন চট্টগ্রামের একটি আদালত। ছবিঃ যুগান্তর ২২ অক্টোবর ২০১৮

৩৪. আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগ দিয়ে সরকার বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন তৈরী করার মাধ্যমে স্বাধীন মতপ্রকাশে একদিকে যেমন বাধার সৃষ্টি করছে অন্যদিকে সরকার কর্তৃক সংঘঠিত মানবাধিকার লংঘনমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড যাতে প্রকাশিত না হয় সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে। বিভিন্ন মহলের আপত্তিকে উপেক্ষা করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ পাশ করার পর সম্প্রচারমাধ্যমগুলোর ওপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করে নতুন একটি আইন চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে সরকার। এই লক্ষ্যে গত ১৫ অক্টোবর 'সম্প্রচার আইন ২০১৮' এর খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা। নতুন আইনে সম্প্রচারমাধ্যমের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই আইন তৈরি হলে কোন কিছু সম্প্রচার করতে অনুমতি বা লাইসেন্স লাগবে। এই আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, সম্প্রচার বা অনলাইন মাধ্যমে কোন আলোচনা অনুষ্ঠানে (টক শো) বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য-উপাত্ত প্রচার করা যাবে না। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত, গোপনীয় ও মর্যাদাহানিকর তথ্য এবং জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো বিদ্রোহ, নৈরাজ্য ও হিংসাত্মক ঘটনা প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরাসরি বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশবিরোধী ও জনস্বার্থবিরোধী বক্তব্য প্রচার করা যাবে না। কেউ তা করলে অপরাধ হিসেবে শাস্তি পেতে হবে।[৪৪] এক্ষেত্রে শাস্তি সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান থাকছে।[৪৫] উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে জারি করা জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালায় এই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করার পর গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ওই নীতিমালার অধিকাংশই এই খসড়া আইনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে।[৪৬]

৩৫. এছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারসহ বিভিন্ন ধরনের ব্লগ ও ওয়েবসাইট মনিটরিং করতে সরকার সাইবার সিকিউরিটি টুলস কিনেছে।[৪৭] গত ২০

---

[৪৪] প্রথম আলো, ১৬ অক্টোবর, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1561499/
[৪৫] মানবজমিন, ১৬ অক্টোবর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=140461&cat=2/
[৪৬] প্রথম আলো, ১৬ অক্টোবর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1561499/
[৪৭] বাংলা ট্রিবিউন ডট কম ১৭ অক্টোবর ২০১৮; http://www.banglatribune.com/tech-and-gadget/news/376219/

অক্টোবর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার এক অনুষ্ঠানে বলেন, আগামী নভেম্বর থেকে ফেসবুক, ইউটিউব ও গুগল নিয়ন্ত্রণ করতে সব ধরণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।[৪৮]

'সরকারি চাকরি বিল-২০১৮' জাতীয় সংসদে পাশ

৩৬. সরকার একদিকে নিবর্তনমূলক আইন তৈরী করে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত করছে অন্যদিকে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রক্ষার্থে আইন তৈরী করছে। গত ২৪ অক্টোবর জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক 'সরকারি চাকরি বিল-২০১৮' জাতীয় সংসদে উত্থাপন করলে তা পাশ হয়। এই আইনের ৪১ ধারার উপধারা (১) এ বলা হয়েছে 'কোন সরকারী কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সহিত সম্পর্কিত অভিযোগে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক অভিযোগপত্র গৃহীত হইবার পূর্বে, তাহাকে গ্রেফতার করিতে হইলে সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে'।[৪৯] আইনের এই ধারাটি বৈষম্যমূলক ও সংবিধান পরিপন্থী। একই অপরাধে জড়িত হলে সাধারণ নাগরিক ও জনপ্রতিনিধিদের জন্য যেখানে পূর্বানুমতির প্রয়োজন নাই, সেখানে সরকারী কর্মচারীদের জন্য পূর্বানুমতির বিধান সংযুক্ত করা আইনের চোখে সব নাগরিকের সমান অধিকারের যে সাংবিধানিক বিধান রয়েছে তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই আইন পাশ হওয়ার ফলে সরকারী কর্মচারীদের দায়মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে এবং দুর্নীতি ও অপরাধ করার প্রবনতা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা করা যাচ্ছে।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

৩৭. সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদমাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে।[৫০] অনেক সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক সরকারের চাপে সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এরপরও নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সম্প্রচারমাধ্যমগুলোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে 'সম্প্রচার আইন' চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে সরকার। এই দুটি নিবর্তনমূলক আইনের কারণে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্বাধীন সাংবাদিকতা ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়া কর্তব্যরত সাংবাদিকদের ওপর সরকারদলীয় সমর্থকদের হামলাগুলোর ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সময় গত ৫ আগস্ট রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় ঢাকা কলেজ শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হামলায় ১২ জন কর্তব্যরত সাংবাদিক আহত হন। এই হামলার ভিডিও এবং স্থিরচিত্র গণমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পর তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও পুলিশের সঙ্গে থাকা মাথায় হেলমেট পরা, লাঠিধারী

---

[৪৮] যুগান্তর ২১ অক্টোবর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/103061/

[৪৯] নয়াদিগন্ত ২৫ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/359694/

[৫০] বর্তমান সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া যেমন দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে বন্ধ করে রেখেছে।

হামলাকারীদের এখনও গ্রেফতার করা হয়নি।[৫১] ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সারওয়ার ও তাঁর স্ত্রী এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনীর ক্ষত-বিক্ষত লাশ তাঁদের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয়। এই বহুল আলোচিত হত্যা মামলাটি বর্তমানে র‌্যাব তদন্ত করছে এবং ৬৮ মাসেও এই মামলাটির কোন অগ্রগতি হয়নি। গত ১৫ অক্টোবর এই হত্যা মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের কথা ছিল। তদন্ত কর্মকর্তা র‌্যাবের সহকারী পুলিশ সুপার ওয়ারেছ আলী প্রতিবেদন দাখিল না করতে পারায় আদালত ২৫ নভেম্বর পরবর্তী তারিখ ধার্য করেন। এই নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের ব্যাপারে ৬০টি তারিখ পার হলো।[৫২]

ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

৩৮. গত ৯ অক্টোবর রাতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট- এর নেতা ডাক্তার জাফরউল্লাহ চৌধুরী বেসরকারি টিভি চ্যানেল 'সময় টেলিভিশন'- এর এক টকশোতে বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগে সেনা সদরের মেজর এম রকিবুল আলম গত ১২ অক্টোবর রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানায় একটি জিডি করেন। গত ১৩ অক্টোবর রাজধানীর গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী সময় টেলিভিশনের টকশোতে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্যে সেনাবাহিনী প্রধান সম্পর্কে 'অসাবধানতাবশতঃ ভুল তথ্য উল্লেখ এবং ভুল শব্দ চয়ন ও শব্দ বিভ্রাট হয়েছিল' মর্মে উল্লেখ করেন। এরপর ক্যান্টনমেন্ট থানার জিডি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলে গত ১৪ অক্টোবর তা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে অনুমোদন দেয়া হয় এবং মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের এএসপি ফজলুর রহমানকে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়।[৫৩] এরপর গত ১৫ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আশুলিয়া ও সাভার থানায় জমি দখল, চাঁদাবাজি ও মাছ চুরির অভিযোগে ৪ টি মামলা দায়ের করা হয়।[৫৪] গত ২৬ অক্টোবর ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মালিকানাধীন আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (পিএইচএ) ভবন দখল করার জন্য সেখানে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক নাসিরউদ্দিনের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত।[৫৫] এক পর্যায়ে তারা পাশের তিনটি ছাত্রী হোস্টেলের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং হোস্টেলের আবাসিক ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে নানা অশালীন কথাবার্তা বলে[৫৬] এবং তাঁদের হল থেকে বের করে দেয়।[৫৭] এই সময় জাফরউল্লাহ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লিমন হোসেন কয়েকজন সহপাঠী সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে এর প্রতিবাদ করেন। তখন দুর্বৃত্তরা লাঠি নিয়ে লিমনের ওপর হামলা করলে তিনি মারাত্মক আঘাত পান। উল্লেখ্য ২০১১ সালে ঝালকাঠি জেলার রাজারপুর মাঠে র‌্যাব সদস্যদের

---

৫১ প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1560031/
৫২ মানবজমিন, ১৬ অক্টোবর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=140442&cat=6/
৫৩ যুগান্তর, ১৬ অক্টাবর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/101343/
৫৪ প্রথম আলো ২৫ অক্টোবর ২০১৮
৫৫ নয়াদিগন্ত, ২৭ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/360162/
৫৬ প্রথম আলো, ২৭ অক্টোবর ২০১৮, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1562862/
৫৭ প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1563320/

গুলিতে এক পা হারান লিমন হোসেন।[৫৮] ২৬ অক্টোবরে দুর্বৃত্তদের আক্রমণে প্রায় তিন কোটি টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনাটি তাৎক্ষনিকভাবে আশুলিয়া থানায় জানানো হলেও পুলিশ এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।[৫৯] ঘটনার চার দিন পর গত ৩০ অক্টোবর আশুলিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।[৬০]

আশুলিয়ায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে হামলা ও ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। ছবি: নিউ এজ, ২৭ অক্টোবর ২০১৮

আশুলিয়ায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে হামলা ও ভাঙচুরের পর ছাত্রী হোস্টেল। ছবিঃ প্রথম আলো ২৭ অক্টোবর ২০১৮

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন লিমন হোসেন। প্রথম আলো ২৭ অক্টোবর ২০১৮

হামলার পর গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছেন গণমাধ্যম কর্মীরা। ছবিঃ যুগান্তর ২৬ অক্টোবর ২০১৮

---

[৫৮] প্রথম আলো, ২৭ অক্টোবর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1562862/
[৫৯] নয়াদিগন্ত, ২৭ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/360162/
[৬০] প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1563320/

৩৯. *উল্লেখ্য* যে, ভিন্নমতাবলম্বী নাগরিকদের মতপ্রকাশের কারণে তাঁদেরকে খুব সহজেই দ্রুততার সঙ্গে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে রাষ্ট্রদ্রোহীতার সর্বোচ্চ শাস্তি করা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন নাগরিককে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' হিসেবে অভিযুক্ত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এছাড়া সরকার সংশ্লিষ্ট দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তারা দায়মুক্তি ভোগ করছে।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন গ্রেফতার

৪০. গত ২২ অক্টোবর রাতে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এর অন্যতম নেতা এবং সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও দৈনিক নিউ নেশন পত্রিকার প্রকাশক ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে রংপুরে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি মানহানি মামলায় গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গত ২৩ অক্টোবর তাঁকে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে হাজির করা হলে অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, গত ১৬ অক্টোবর একাত্তর টেলিভিশনের টকশোতে মাসুদা ভাট্টি নামে এক সাংবাদিক ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করলে তিনি এর জবাব দিতে গিয়ে ক্ষুদ্ধ হয়ে তাঁকে 'চরিত্রহীন বলে মনে করতে চাই' বলে মন্তব্য করেন। পরবর্তীতে এই বক্তব্যের জন্য মইনুল হোসেন টেলিফোনে মাসুদা ভাট্টির কাছে ক্ষমা চান। কিন্তু এরপরও এই ঘটনায় ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় মাসুদা ভাট্টিসহ ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বিরুদ্ধে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ২২টি মামলা দায়ের করেন।[৬১] এরমধ্যে দুইটি মামলায় তিনি হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়েছিলেন। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সভাপতি খন্দকার মাহবুব হোসেন ডিবি কার্যালয়ে গেলে তাঁকে দেখা করতে না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এই বিষয়ে খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, মইনুল হোসেনকে কোন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে সংবিধান অনুযায়ী তাঁর আইনজীবীর তা জানার অধিকার আছে।[৬২] এই বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল *অধিকারকে* বলেন, একটি অভিন্ন অভিযোগে একাধিক মামলা করা যায় না। মানহানির মতো খুব লঘু একটি ফৌজদারী অপরাধে একেবারে গ্রেফতারী পরোয়ানা দিয়ে দেয়ার নজির খুব কম রয়েছে। দণ্ডবিধি ৫০০ ধারার অধীন মানহানি মামলা একটি জামিনযোগ্য অপরাধ। এমন একটি অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক হতো।

৪১. বর্তমানে বিরোধী ও ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মামলা দায়ের করার প্রবণতা চালু হয়েছে; যার ফলে ঐ ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিটিকে ব্যাপকভাবে হয়রানীর সম্মুখিন হতে হয়। এমনকি তাঁরা যখন ঐ সমস্ত দলীয়ভাবে দায়েরকৃত মামলায় স্থানীয় আদালতে হাজির হতে যান, তখন তাঁদের ওপর হামলা পর্যন্ত করা হয়। আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান

---

[৬১] প্রথম আলো ২৯ অক্টোবর ২০১৮, প্রথম আলো ৩১ অক্টোবর ২০১৮

[৬২] যুগান্তর, ২৩ অক্টোবর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/103766/

২০১৮ সালের ২২ জুলাই মানহানির একটি মামলায় কুষ্টিয়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হলে তাঁর ওপর ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকরা প্রকাশ্যে পুলিশের সামনে হামলা করে তাঁকে গুরুতর আহত করে।[৬৩] কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাহমুদুর রহমানের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করেনি পুলিশ।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও খালেদা জিয়ার বিচার

৪২. বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা পরিচালনার ধরন, গণহারে রিমান্ড মঞ্জুর করা ও রায় দেয়ার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়ায় তাঁকে জোরপূর্বক বিদেশে পাঠানো এবং পরবর্তীতে বিদেশে অবস্থানকালে তাঁকে পদত্যাগ করানোর অভিযোগ উঠায় আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ করার যে জোরালো অভিযোগ ছিল তা প্রকাশ্যে চলে আসে এসকে সিনহার লেখা 'অ্যা ব্রোকেন ড্রিম: স্ট্যাটাস অব রুল অব ল', হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' বইয়ের মাধ্যমে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে সুরেন্দ্র কুমার সিনহা তাঁর লেখা বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে বলেন,"বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রের তিন নম্বর ব্যক্তি। সেই প্রধান বিচারপতি যেখানে ন্যায় বিচার পান না সেখানে খালেদা জিয়া বা অন্যরা ন্যায় বিচার কিভাবে পাবেন? আর এই মুহূর্তে আমি দেশে গেলে আমাকে হত্যা করা হবে। আমার জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই, যেহেতু দেশে কোন আইন নাই বিচার বিভাগ স্বাধীন নয়। বিচার বিভাগের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে"।[৬৪]

৪৩. বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার (৭৩) বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাষ্ট দুর্নীতি মামলায়[৬৫] গত ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর ৫ বছরের[৬৬] সাজা হওয়ার পর থেকে তাঁকে পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে (বর্তমানে পরিত্যক্ত) আটক রাখা হয়। বিএনপির পক্ষ থেকে এই রায়কে প্রতিহিংসার রায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মোট ৩৪টি মামলা রয়েছে।[৬৭] এর মধ্যে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার বিচার আইন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত বিশেষ আদালতে চলাকালে খালেদা জিয়া অসুস্থ হওয়ায় আদালতে আসতে পারবেন না বলে জানান এবং এই আদালতে তিনি ন্যায়বিচার পাবেন না বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন।[৬৮] গত ৪ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য পাঁচ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিলে গত ৬ অক্টোবর তাঁকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

---

[৬৩] নয়াদিগন্ত ২৩ জুলাই ২০১৮ /http://www.dailynayadiganta.com/first-page/335271 / *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন / *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

[৬৪] নয়াদিগন্ত, ১ অক্টোবর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/last-page/353466

[৬৫] ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষনা করেন বিশেষ আদালতের বিচারক ড. মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান। এই মামলাটি ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুদক দায়ের করে। তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও ছয়টি দুর্নীতি বা চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলাগুলো আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালে হাইকোর্ট থেকে বাতিল বা খারিজ হয়ে যায় বা মামলার বাদী মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নেয়।

[৬৬] যুগান্তর ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/16981/

[৬৭] ডেইলি স্টার, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/backpage/34-cases-against-khaleda-zia-bnp-chairperson-bangladesh-1531510

[৬৮] প্রথম আলো, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। গত ১৪ অক্টোবর খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতে বিচার অব্যাহত থাকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন আবেদন করা হলে তা খারিজ করে দেয় আদালত। এরপর অসুস্থ খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতে ১৬ অক্টোবর রাষ্ট্রেপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তপক্ষের আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক ছাড়াই ২৯ অক্টোবর আদালত এই মামলায় রায়ের দিন ধার্য করে।[৬৯] হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল দায়ের করা হলে গত ২৯ অক্টোবর তা খারিজ করে দেন আদালত। একই দিনে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রায় প্রদানকারী ঢাকার বিশেষ জজ আদালত- ৫ এর বিচারক আক্তারুজ্জামান, জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়া সহ ৪ জনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেন। রায় ঘোষণার সময় খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় আদালতে হাজির হন নাই।[৭০] এর পরদিনই গত ৩০ অক্টোবর জিয়া অরফানেজ ট্রাষ্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার সাজা বাড়িয়ে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ।[৭১]

নির্বাচন কমিশন ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৪৪. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি সরকারের আজ্ঞাবহ রকিবউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের অধীনে যে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন[৭২] অনুষ্ঠিত হয়, তা ছিল প্রহসনমূলক এবং বিতর্কিত। সেই নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হয়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে এদেশের জনগণ কোন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। গত ১০ বছরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের শাসনামলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতেও ক্ষমতাসীনদের ব্যাপক নিপীড়ন ও কারচুপির কারণে নাগরিকরা তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের জনগনের আকাঙ্খা যে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও অবাধ। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধান বিরোধীদল বিএনপি ও জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের দমন করার মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে। প্রধান বিরোধীদলসহ অন্যান্য দলের নেতাকর্মীদের ওপর একদিকে

---

[৬৯] যুগান্তর, ১৭ অক্টোবর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/101702/

[৭০] প্রথম আলো ২৯ অক্টোবর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1563067/

[৭১] নয়াদিগন্ত ৩১ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/361234/

[৭২]প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় যা ব্যাপক জন সমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

যেমন ব্যাপক দমনপীড়ন চলছে অন্যদিকে সরকারি কোষাগারের টাকা খরচ করে ক্ষমতাসীনদলের নেতারা তাঁদের প্রতীকে ভোট চাওয়ার মধ্যে দিয়ে নির্বাচনী মাঠ একচ্ছত্রভাবে দখল করে রেখেছে।[৭৩] নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। অথচ একটি অসমতল নির্বাচনী মাঠ বহাল রাখার মধ্যে দিয়ে কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন বর্তমান নির্বাচন কমিশন তার পূর্বসূরী রকিব কমিশনের মতই আজ্ঞাবহ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এই কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনগুলোতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের জাল ভোট দেয়া, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়াসহ ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। এই কমিশন দায়িত্ব নেবার পর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা বিভিন্ন দলের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপ করলেও সংলাপের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে কোনোই পদক্ষেপ নেয়নি। তবে এরই মধ্যে হঠাৎ করেই অন্যতম নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংলাপের সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করে পাঁচটি প্রস্তাব[৭৪] তৈরি করেন। গত ১৫ অক্টোবর মাহবুব তালুকদার তাঁর তৈরী করা প্রস্তাবগুলো কমিশনের সভায় উত্থাপন করতে চাইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্য তিন কমিশনার রফিকুল ইসলাম, শাহদাৎ হোসেন এবং কবিতা খানমের আপত্তির কারণে তিনি তা পারেননি। এর প্রতিবাদে এবং বাক স্বাধীনতা খর্ব করার অভিযোগে তখন নির্বাচন কমিশনের সভা বর্জন করেন মাহবুব তালুকদার।[৭৫]

৪৫. গত ৩০ অগাস্ট ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের বিরোধিতা করে সভা বর্জন করেছিলেন মাহবুব তালুকদার। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপে বিএনপিসহ বেশিরভাগ বিরোধীদল নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিপক্ষে মত দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ও তাদের জোটে থাকা সমমনা কয়েকটি দল ইভিএমে ভোট গ্রহণের পক্ষে মত দেয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত উপেক্ষা করে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন এবং দেড় লাখ ইভিএম কেনার জন্য ৩,৮২৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা (প্রায় ৪৫৬,৪০৬,৭৩৪.৫৩ মার্কিন ডলার) অনুমোদন দেয় সরকার।[৭৬] এই ইভিএম কেনার ক্ষেত্রে বিপুল পরিমান অতিরিক্ত অর্থ খরচের অভিযোগ উঠেছে। ভারতে একটি ইভিএম কেনার খরচ যেখানে ভারতীয় মুদ্রায় মাত্র ১৭ হাজার রুপি (বাংলাদেশী মুদ্রায় ২১ হাজার ২৫০ টাকা বা প্রায় ২৫৩.৫৩ মার্কিন ডলার) সেখানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি ইভিএম কেনায় খরচ করবে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩৭৩ টাকা (প্রায় ২,৭৯৬.৩৪ মার্কিন ডলার)। ফলে ইভিএম কেনা হলে ভারতের চেয়ে ১১ গুণ বেশি দামে তা কেনা হবে। দামের এই বিশাল পার্থক্য অত্যন্ত আস্বাভাবিক। এদিকে ইভিএম তৈরির ক্ষেত্রে কারিগরি

[৭৩] যুগান্তর, ১৫ অক্টোবর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/100954/
[৭৪] অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন, ইসির সক্ষমতা বাড়ানো, সংলাপের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা, সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, সেনাবাহিনীর দায়িত্ব আগেই নির্ধারন করা।
[৭৫] প্রথম আলো, ১৬ অক্টোবর ২০১৮
[৭৬] নয়াদিগন্ত, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/350334/

কমিটির সুপারিশও পুরোপুরি আমলে নেয়নি নির্বাচন কমিশন। ভোটারদের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য কমিটি ইভিএমে ভোটার ভ্যারিয়েবল পেপার অডিট ট্রেইল বা ভিভিপিএটি (যন্ত্রে ভোট দেয়ার পর তা একটি কাগজে ছাপা হয়ে বের হবে) সুবিধা রাখার পরামর্শ দিলেও নির্বাচন কমিশন তা অনুমোদন করেনি। ফলে ভোট পুনর্গণনার বিষয় এলে সমস্যার মুখে পড়তে হবে।[৭৭]

২১ অগাস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা মামলার রায় ঘোষণা

৪৬. গত ১০ অক্টোবর ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক শাহেদ নুর উদ্দিন ২০০৪ সালের ২১ অগাস্ট[৭৮] ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা মামলার রায় ঘোষণা করেন। আদালতের রায়ে বিএনপি'র সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।[৭৯]

৪৭. বাংলাদেশের দুর্বল বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ড প্রদান এক ভয়াবহ সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। *অধিকার* এর তথ্য মতে গত ২০১০ সাল থেকে ১৭২২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে এবং ২৮ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৪৮. দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন না থাকায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলছে। ফলে মানবাধিকার চরমভাবে লজ্ঘিত হচ্ছে, যা বিচার ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, বিরোধী রাজনৈতিক দল, ভিন্নমতাবলম্বী ও তথাকথিত 'জঙ্গি' দমন, 'মাদকবিরোধী' অভিযানসহ বিভিন্ন অজুহাতে অথবা কোন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মূল অপরাধীকে আড়াল করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে এই ধরণের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে।

৪৯. গত ১৫ মে ২০১৮ থেকে দেশব্যাপী 'মাদকবিরোধী' অভিযানের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ব্যাপক রূপ নেয়। নিহতরা সবাই মাদক ব্যবসায়ী বলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দাবি করলেও এই অভিযানের সময়ে তথাকথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহতদের পরিবারগুলোর অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের তুলে নিয়ে যাওয়ার পর পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। তাঁদের দাবী নিহত ব্যক্তিরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান মাদক নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত এই 'অল আউট যুদ্ধ' চলবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[৮০]

---

[৭৭] প্রথম আলো ১৫ অক্টোবর ২০১৮

[৭৮] এই হামলায় ২৪ জন নিহত হন।

[৭৯] ইত্তেফাক, ১১ অক্টোবর ২০১৮; http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/2018/10/11/306071.html

[৮০] বিডিনিউজ ২৪ ডট কম, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://bangla.bdnews24.com/ctg/article1536247.bdnews

৫০. গত ১৫ মে থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত মাদকবিরোধী অভিযানের নামে ২৬৪ জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুম

৫১. অক্টোবর মাসে ১৩ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৬ জন পরবর্তীতে ফিরে এসেছেন বা তাঁদের গ্রেফতার দেখানো হয়েছে, ৪ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ৩ জনের এখনো পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

৫২. ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে গুমের ঘটনা ব্যাপকতা লাভ করে, যা এখনও উদ্বেগজনকভাবে অব্যাহত আছে। আন্তর্জাতিক আইন (রোম সংবিধি যা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠা করেছে) অনুযায়ী গুম মানবতা বিরোধী অপরাধ এবং বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন।

৫৩. সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের ঘটনাগুলো অস্বীকার করা হলেও গুমের কয়েকটি ঘটনা ইতিমধ্যে বিভিন্ন তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। ২০১৬ সালের ৩১ জুলাই চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ফকিরহাট এলাকায় শামীম সরদারের মোটর গ্যারেজে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল (ঢাকা ডিবির পরিদর্শক বিপ্লব কুমার শীল, এসআই অহিদুর রহমান, মোহাম্মদ আবদুর রউফ তালুকদার, নৃপেন কুমার ভৌমিক, এএসআই মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন, জহীরুল হক, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, কনস্টেবল বিনয় কুমার চাকমা, আফজল হোসেন ও আবদুর রশীদ) অভিযান চালায়। গ্যারেজে অবৈধ মাল আছে বলে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করে তা না পেয়ে শামীম এবং তাঁর পাঁচ কর্মচারীসহ সালাহউদ্দিন নামে অপর এক ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যায়। গোয়েন্দা পুলিশের এই দলটি ঢাকা গোয়েন্দা পুলিশ ও কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটে কর্মরত ছিল। পরবর্তীতে উঠিয়ে নেয়া ৬ জনকে ঢাকায় দায়ের করা দুটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলেও শামীম সরদারের এখনও পর্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার তদন্ত করে গোয়েন্দা পুলিশ কর্তৃক শামীম সরদারকে গুম করার সত্যতা পেয়েছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।[৮১]

৫৪. উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদল বিশেষ করে বিএনপির অনেক নেতাকর্মীকে গুম করা হয়, যাঁদের মধ্যে অনেকেই এখনো ফিরে আসেননি।[৮২] একইভাবে ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা গুমের শিকার হতে পারেন বলে আশংকা করা হচ্ছে।

---

[৮১] যুগান্তর ৭ অক্টোবর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/98244/

[৮২] ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকেই তাঁরা গুম হয়েছেন। এই সব ক্ষেত্রে স্পষ্টতই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জড়িত থাকার বিষয়ে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে।

৫৫.গত ১১ অক্টোবর যশোর, খুলনা, মাগুড়া ও ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির বহু নেতাকর্মী পুলিশের দায়ের করা মামলায় আগাম জামিন নিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আসেন। ঢাকা মহানগর (পূর্ব) ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম নয়নও তখন সেখানে যান। আদালত থেকে মোটর সাইকেলে চড়ে বের হওয়ার সময় কয়েকজন সাদা পোশাকধারী গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য তাঁকে আঘাত করে মোটরসাইকল থেকে ফেলে দিয়ে তাঁর মাথায় পিস্তল ঠেকায়। এই সময় কয়েকজন পুলিশ সদস্য এগিয়ে আসলে তাঁরা জানতে পারেন যে, সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিরা গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য। এরপর একটি মাইক্রোবাসে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা নয়নকে তুলে নিয়ে চলে যায়। উল্লেখ্য, রবিউল ইসলাম নয়নের বিরুদ্ধে প্রায় দেড় শতাধিক রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৮৩] এদিকে নয়নের আটকের বিষয়টি জানা নেই বলে মন্তব্য করেছেন ডিএমপি'র রমনা জোনের উপ-কমিশনার মারুফ হোসেন সর্দ্দার।[৮৪] গত ১৪ অক্টোবর নয়নকে একটি অস্ত্র মামলায় আদালতে হাজির করে পুলিশ। এই সময় তাঁর ডান পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখা যায়। নয়নের আইনজীবী সৈয়দ জয়নাল আবেদীন মেজবাহ আদালতের কাছে অভিযোগ করেন যে, পুলিশ নয়নকে নির্যাতন করায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই সময় পুলিশ নয়নকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড চাইলে আদালত তাঁকে তিন দিনের রিমান্ডে দেয়।[৮৫]

৫৬. গত ২০ অক্টোবর ঢাকা বাইপাস সড়কের টেংরারটেক এলাকায় নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার অধিবাসী আবুল হোসেনের লাশ উদ্ধার করা হয়। তাকে গত ১৮ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার পুরিন্দা এলাকা থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। তাঁর ভাই আবুল কালামকেও পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। আটক হওয়ার পর আবুল হোসেন পুলিশের হেফাজতে থেকে সাত হাজার টাকা চেয়ে পরিবারের কাছে ফোনও করেন। পরবর্তীতে আবুল হোসেনের লাশ পাওয়া যায় এবং আবুল কালামের পরিবাারের সদস্যরা পুলিশ তাঁদের দুই ভাইকে আটক করেছিল এই কথা গোপন করার শর্তে রূপগঞ্জ থানা থেকে ২৩ অক্টোবর আবুল কালামকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। [৮৬]

নিহত আবুল হোসেন। ছবিঃ প্রথম আলো ২৭ অক্টোবর ২০১৮

---

[৮৩] নয়াদিগন্ত, ১২ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/city/356327/
[৮৪] মানবজমিন, ১২ অক্টোবর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=139791&cat=10/
[৮৫] প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1561344/
[৮৬] প্রথম আলো ২৭ অক্টোবর ২০১৮

৫৭. গত ২১ অক্টোবর ভোরে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার সাতগ্রাম ইউনিয়নের ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দুইপাশে দুটি করে মোট চারটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন । এইদিনই লুৎফর রহমান মোল্লা (৩৭) নামে এক গাড়ি চালকের লাশ সনাক্ত করেন তাঁর স্ত্রী রেশমা আক্তার। রেশমা আক্তার জানান, তাঁদের বাসা ঢাকার রামপুরার ওয়াপদা রোডে এবং তাঁর স্বামী একজন পেশাদার মাইক্রোবাস চালক। গত ১৯ অক্টোবর বাসা থেকে বের হবার পর থেকে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। এই বিষয়ে তিনি থানায় জিডিও করেছিলেন।[৮৭] বাকি তিনজনের লাশ গত ২২ অক্টোবর নিহতদের স্বজনরা নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে এসে সনাক্ত করেন। এঁরা হলেন- পাবনা জেলার অধিবাসী বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার পুরিন্দা এলাকায় বসবাসকারী ফারুক হোসেন (৪০), মো. সবুজ সরদার (১৭), এবং জহিরুল ইসলাম (১৯)। ময়নাতদন্ত শেষে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মো. আসাদুজ্জামান বলেন, চারজনকেই পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। "তিনজনের মাথায় শটগানের গুলি পাওয়া গেছে। প্রত্যেকের মাথায় পাওয়া গুলির ধরণ একই রকম"। নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, 'ডাকাত বা সন্ত্রাসীদের কোন্দলে' ওই চারজন নিহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে তাঁরা ধারণা করছেন।[৮৮] কিন্তু নিহত ফারুক হোসেনের স্ত্রী তসলিমা বেগম বলেন, তাঁর স্বামী ভুলতা-ঢাকা রুটে বাস চালাতেন। গত ১৯ অক্টোবর কিছু অস্ত্রধারী লোক নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার পুরিন্দা এলাকায় তাঁদের বাসা থেকে ফারুকসহ তাঁদের গ্রামের তিনজন, মো. সবুজ সরদার, জহিরুল ইসলাম ও লিটনকে ধরে নিয়ে গিয়ে ভুলতা পুলিশ ফাঁড়িতে রাখে। গত ২০ অক্টোবর রাতে ভুলতা পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে তাঁদের খাবারও দিয়ে আসেন তিনি। তখন ফারুক তাঁকে জানান পুলিশ তাঁর ওপর অনেক নির্যাতন করেছে। কিন্তু এর পরদিন ২১ অক্টোবর সকালে জানতে পারেন মহাসড়কের পাশে তাঁর স্বামীসহ চারজনের লাশ পড়ে আছে। এঁদের মধ্যে লিটনের লাশ নাই। আর লুৎফর রহমান মোল্লা নামে যে ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেছে তাঁকে তিনি চেনেন না। লিটনের ভাই রিপন বলেন, তাঁরা শুনেছেন লিটনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একই দিনে রূপগঞ্জ থানা এলাকা থেকে হাইওয়ে পুলিশ অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে তা বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করেছে বলে তাঁরা শুনেছেন; তাঁদের ধারণা সেটি লিটনের লাশ হতে পারে।[৮৯]

---

[৮৭] বিডিনিউজ ২৪ ডট কম, ২২ অক্টোবর ২০১৮; https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1552639.bdnews
[৮৮] বিডিনিউজ ২৪ ডট কম, ২২ অক্টোবর ২০১৮; https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1552639.bdnews
[৮৯] প্রথম আলো ২৩ অক্টোবর ২০১৮ এবং অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

নারায়ণনগঞ্জে ফারুক হোসেনের বাবা জামালউদ্দীন ছেলের মরদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। গুমের শিকার জহিরুল ইসলামের মৃত্যুর খবর পেয়ে স্বজনের আহাজারি। ছবিঃ প্রথম আলো ২৩ অক্টোবর ২০১৮

নিহত ফারুক হোসের ও জহিরুল ইসলাম। ছবিঃ প্রথম আলো ২৩ অক্টোবর ২০১৮

কারাগার পরিস্থিতি

৫৮. *অধিকার* এর তথ্য মতে অক্টোবর মাসে ৪ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৫৯.বর্তমান সরকারের সময় বিরোধী রাজনৈতিকদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার জন্য গ্রেফতার অভিযান চালানোর ফলে কারাগারে সব সময়ই অতিরিক্ত বন্দি থাকছে। সারাদেশে কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৩৬ হাজার ৬১৪ জন। কিন্তু ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বন্দি আছে ৯২,৭৪৩ জন।[৯০] এছাড়া কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এমনকি নারী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও বন্দী অবস্থায় সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশ পুর্ননির্বাচিত

৬০. গত ১২ অক্টোবর বাংলাদেশ ২০১৯-২০২১ সময়ের জন্য পুনরায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের[৯১] সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্যরা গোপন ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকে। এশিয়া প্যাসিফিক ক্যাটাগরিতে ভারত, বাহরাইন, ফিজি ও ফিলিপাইনের সঙ্গে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ।[৯২] গত ৭ জুন ২০১৮ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সভাপতির কাছে প্রেরিত চিঠিতে বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য আসনের জন্য প্রার্থীতার অংশ হিসাবে মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট অংগীকার ও প্রতিশ্রুতিপত্র জমা দেয়। কিন্তু মানবাধিকার কাউন্সিলে জমা দেয়া প্রার্থীতার আবেদনে দেশের ভেতরে ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঠিক তথ্য

---

[৯০] https://www.prison.gov.bd/profile/prison-directorate
[৯১] ২০০৬ সালের মার্চে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল গঠিত হয় এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ৪৭টি রাষ্ট্র এর সদস্য।
[৯২] যুগান্তর, ১৩ অক্টোবর ২০১৮; https://www.jugantor.com/national/100225/

তুলে ধরা হয়নি। মানবাধিকার ও এর মূলনীতি অনুধাবনের জন্য জাতীয় নীতি ও কৌশল উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণের দাবি থাকা সত্ত্বেও গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের অভিযোগ সম্বলিত প্রতিবেদনগুলোর বিষয়ে পর্যাপ্ত তদন্তের উদ্যোগ নেয়া হয়নি এবং দায়ি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় তারা দায়মুক্তি ভোগ করছে। এছাড়া বাংলাদেশে মতপ্রকাশ, সভা-সমাবেশের অধিকার এবং ভোট প্রদানের অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তির বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করেনি। এমনকি বেশিরভাগ মানবাধিকার চুক্তির বিপরীতে প্রাথমিক বা পর্যায়ক্রমিক রিপোর্ট জমা দেয়নি। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে এবং ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে যথাক্রমে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত কমিটির দেয়া সুপারিশগুলো যথাযথ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। এছাড়া ২০১৩ সালে দ্বিতীয় ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর) এর সময় গৃহীত মূল সুপারিশগুলো বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ সরকার ব্যর্থ হয়েছে। *অধিকার* মনে করে মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশকে দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্ব দিতে হবে, যার অর্থ মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য দেশের সীমান্ত খুলে দেয়ার মানে এই নয় যে, বাংলাদেশ সরকার এই দেশের জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা থেকে বিরত আছে।

গণপিটুনি

৬১.২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে গণপিটুনিতে ৪ জন নিহত হয়েছেন।

৬২.বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়া, আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি অবিশ্বাস ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে সাধারণ মানুষ আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে অপরাধী সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করছে।

শ্রমিকদের অধিকার

৬৩. *অধিকার* এর তথ্যমতে, অক্টোবর মাসে তৈরি পোশাক শিল্পে বকেয়া বেতন ও অন্যান্য ভাতার দাবিতে আন্দোলনের সময় পুলিশ কর্তৃক ৬৭ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

৬৪.অক্টোবর মাসেও তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন। বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই করা ও সেই সঙ্গে বেতন-ভাতা সঠিক সময়ে প্রদান না করা শ্রমিক অসন্তোষের প্রধান কারণ। দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকরা ব্যাপক অবদান রাখলেও তাঁদের অধিকার লঙ্গনের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

৬৫. গত ১৩ অক্টোবর গাজীপুর জেলার টঙ্গীর সাতাইশ এলাকায় ভিয়েংলাটেক্স গার্মেন্টস্ কারখানায় অর্জিত ছুটির টাকা পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ পুরো টাকার পরিবর্তে অর্ধেক টাকা দিতে চাইলে

শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এই সময় একজন প্রতিবাদী নারী শ্রমিককে কারখানার এক কর্মকর্তা লাঞ্ছিত করেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে অন্যান্য শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।[৯৩]

৬৬. গত ১৫ অক্টোবর গাজীপুর জেলার লক্ষীপুরা এলাকায় ইন্ট্রামেক্স লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ শুরু করেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ ২৪ অক্টোবর শ্রমিকদের বকেয়া বেতন প্রদানের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা তা না মেনে ঢাকা-গাজীপুর সড়কে অবস্থান নিতে চাইলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয় এবং লাঠি চার্জ করে। এরপরও শ্রমিকরা বিক্ষোভ অব্যাহত রাখলে পুলিশ ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে এবং শ্রমিকদের ওপর টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই ঘটনায় ২০ জন আহত হন।[৯৪]

গাজীপুরে ইন্ট্রামেক্স কারখানার ভেতরে বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবিঃ প্রথম আলো ১৬ অক্টোবর ২০১৮

৬৭. গত ১৬ অক্টোবর গাজীপুর জেলার ছয়দানা এলাকায় প্রিটি সোয়েটার লিমিটেডের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবীতে ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে কারখানার ভেতরে ভাংচুর চালান। কারখানার শ্রমিক লিপি আক্তার জানান, কর্তৃপক্ষ তাঁকেসহ বেশ কিছু শ্রমিককে বেতন না দিয়ে জোর করে স্বাক্ষর নিয়ে ছাঁটাই করেছে।[৯৫]

[৯৩] যুগান্তর, ১৪ অক্টোবর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/100815/
[৯৪] প্রথম আলো, ১৬ অক্টোবর ২০১৮
[৯৫] প্রথম আলো, ১৭ অক্টোবর ২০১৮

গাজীপুরের ছয়দানা এলাকায় পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবিঃ প্রথম আলো ১৭ অক্টোবর ২০১৮

৬৮. গত ২২ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজী ইপিজেডের ভেতর সোয়াদ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের শ্রকিরা বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আন্দোলনকারী শ্রমিকরা জানান, ২২ সেপ্টেম্বর তাঁদের বকেয়া বেতন বোনাস দেয়ার কথা দিয়েছিল কারখানা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধ না করে শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধের নোটিশ দেয় মালিক পক্ষ। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। এই সময় তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে পুলিশ। এতে প্রায় ৫০ জন শ্রমিক আহত হন। এই ঘটনায় ৪জন শ্রমিককে আটক করা হয়।[৯৬]

৬৯. *অধিকার* এর তথ্যমতে, অক্টোবর মাসে ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করার সময় ৩ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ২ জন ফ্যান কারখানার শ্রমিক ও ১ জন নির্মাণ শ্রমিক। এছাড়া ২০ জন ফ্যান কারখানার শ্রমিক আহত হয়েছেন।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৭০. অক্টোবর মাসেও নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার বিষয়টি হতাশাজনক।[৯৭] প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর তুলনায় শিশুরা অধিক হারে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। গণ-পরিবহনগুলোতেও নারীরা ব্যাপকভাবে যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন অথচ এর কোন প্রতিকার

[৯৬] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৯৭] নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের জন্য চেষ্টা, যৌতুকের জন্য হত্যা, আত্মহত্যার প্ররোচনা আর যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অপরাধে ঢাকা জেলার পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে ২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দায়ের হওয়া ৭ হাজার ৮৬৪ টি মামলার প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪ হাজার ২৭৭টি মামলা, সাজা হয়েছে ১১০ টি মামলায়। অর্থাৎ বিচার হয়েছিল ৩ শতাংশের কম ক্ষেত্রে। বাকি ৯৭ শতাংশ মামলার আসামী হয় বিচার শুরু হওয়ার আগে অব্যাহতি পেয়েছে, নয়তো পরে খালাস পেয়েছে।

নেই। এছাড়া বাল্য বিয়ে সহায়ক ১৯ ধারাটি এখনও 'বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭'তে সংযুক্ত আছে। ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে বিশেষতঃ মেয়ে শিশুদের বিয়ের বৈধতা দিচ্ছে আইনের এই বিশেষ ১৯ ধারা।

৭১. অক্টোবর মাসে মোট ৯ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

৭২. অক্টোবর মাসে ৭ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ১ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ও ১ জন আত্মহত্যা করেছেন।

৭৩. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে মোট ৫১ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১১ জন নারী ও ৪০ জন মেয়ে শিশু। ঐ ১১ জন নারীর মধ্যে ৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ও ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৪০ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৭ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে ৩ জন মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৭৪. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে ১ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার

৭৫. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে হামলার ঘটনা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তাঁদের উপাসনালয়গুলোতে পরিকল্পিতভাবে আগুন দেয়া অথবা মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গা পূজার সময় এই হামলাগুলো বৃদ্ধি পায়। এইসব ঘটনাগুলোতে সরকারদলীয় ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপরে ও তাঁদের উপাসনালয়ে সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলো রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহতভাবেই ঘটে চলেছে।[৯৮]

৭৬. গত ৫ অক্টোবর রাতে দুর্বৃত্তরা খুলনা শহরের খালিসপুর ক্রিসেন্ট জুট মিলের মন্দিরে নির্মাণাধীন দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর করে।[৯৯]

৭৭. গত ৬ অক্টোবর রাতে একদল দুর্বৃত্ত পিরোজপুর সদর উপজেলার পাঁচপাড়া বাজারে অবস্থিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ভাংচুর করে। এই সময় তাদের বাধা দিলে দুর্বৃত্তদের হামলায় গৌরাঙ্গ লাল মজুমদার, সুখরঞ্জন মণ্ডল ও দিলীপ মৃধা আহত হন। এই ঘটনায় গত ৭ অক্টোবর মন্দির কমিটির সভাপতি সুভাষ চন্দ্র মিস্ত্রি বাদি হয়ে পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এবং মল্লিক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট শহিদুল ইসলামকে প্রধান আসামী করে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।[১০০]

---

[৯৮] সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনার দায়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় গোষ্ঠিকে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ভিন্ন কথা বলে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে রামু ও কক্সবাজারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় অধিকার এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন দেখুন। http://odhikar.org/wp-content/uploads/2012/10/Fact-finding-report-other-Ramu-2012-Bang.pdf

[৯৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীও পাঠানো প্রতিবেদন

[১০০] নয়াদিগন্ত, ৯ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/city/355440/

৭৮. গত ৭ অক্টোবর রাতে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার বটতলা কালী মন্দির ও রাধা গোবিন্দ মন্দিরে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে ছয়টি প্রতিমা ভাংচুর করে।[১০১]

৭৯. গত ২২ অক্টোবর রাতে খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারায় একটি বৌদ্ধ বিহারে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে একটি বুদ্ধমূর্তি ও স্থাপনা ভাংচুর করে।[১০২]

'চরমপন্থা' ও মানবাধিকার

৮০. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যম ও সভা-সমাবেশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমসহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনার কারণে সমাজে যে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তা সমাজের একটি অংশকে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে *অধিকার* বারবার সর্তক করেছে। কিন্তু এরপরও সরকার দমনপীড়ন অব্যাহত রেখে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশে বাধা দেয়াসহ বিরোধী মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির ক্ষেত্র তৈরি করেছে। অতীতে 'চরমপন্থী' দমনের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর পরিচালিত অভিযানের সময় নারী ও শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এবং অনেকেই গুম হয়েছেন।[১০৩] আবার অভিযানের সময় অবরুদ্ধ হয়ে কয়েক যুবক তাঁরা চরমপন্থী নন বরং সরকার দলীয় ব্যক্তি বলে ফেসবুকের মাধ্যমে জানিয়েছেন।[১০৪] অন্যদিকে কথিত 'চরমপন্থীরা' আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে। এই ধরণের অভিযানে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল এবং ঘটছে সেই সর্ম্পকে জনগণের মধ্যে স্বচ্ছ কোনো ধারণা নাই।[১০৫] এই ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষ থেকে যা জানানো হয় সেটাই মেনে নিতে হয়।

৮১. ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ২০১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত 'চরমপন্থী আস্তানা' সন্দেহে অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। এই অভিযানগুলোতে মোট ৭৩ জন নিহত হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে ৮ জন শিশু এবং ৮ জন নারীও রয়েছেন।

৮২. গত ৪ অক্টোবর রাত থেকে চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার সোনাপাহাড় এলাকায় 'চরমপন্থী আস্তানায়' র‍্যাবের অভিযান চলাকালে র‍্যাব সদস্যদের ওপর 'চরমপন্থী'রা গুলি চালালে র‍্যাব সদস্যরাও পাল্টা গুলি চালায়।

---

[১০১] নয়াদিগন্ত, ৯ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/355488/

[১০২] বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম ২৩ অক্টোবর ২০১৮/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২৪ অক্টোবর ২০১৮, http://www.bd-pratidin.com/last-page/2018/10/24/370587

[১০৩] অপারেশন হিট ব্যাক: বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন সাত লাশের চারটিই শিশুর/ প্রথম আলো ১ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1130046/

[১০৪] নরসিংদী শহরের গাবতলী উত্তরপাড়া এলাকার একটি এক তলা বাড়িতে সিলেটের 'আতিয়া মহল' থেকে পালিয়ে আসা কয়েকজন 'চরমপন্থী' আস্তানা গেড়েছেন এমন সংবাদ পেয়ে র‍্যাব ২০১৭ সালের ১৯ মে সন্ধ্যা থেকেই বাড়িটি ঘিরে রাখে। তবে ঐ দিন রাতেই ঘটনাস্থলে চলে আসা বাড়িটির ভেতরে আটকে পড়া কয়েকজনের স্বজনের বক্তব্যের পর র‍্যাবের দাবির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ তৈরী হয়। এছাড়া ভেতরে অবস্থানরত ব্যক্তিরা সাংবাদিকদের সঙ্গে ফোনালাপে নিজেদের নির্দোষ দাবি করতে থাকেন। তাঁদের স্বজনরাও দাবি করছিলেন- পড়াশোনার জন্যই তাঁরা ওই বাড়িতে থাকতেন। তাঁরা কেউ 'চরমপন্থী' নন। অভিযান চলাকালেই বাড়ির ভেতর থেকে আবু জাফর নামের এক তরুণ তাঁর ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে লেখেন "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের বাঁচান। আমরা নিরপরাধ। আমরা আওয়ামী লীগের কর্মী। আমরা ষড়যন্ত্রে শিকার।" এরপর ২১ মে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে র‍্যাব একে একে পাঁচজনকে ওই বাড়ি থেকে বের করে আনে এবং র‍্যাবের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। পাঁচজনের মধ্যে সালাহউদ্দিন ও আবু জাফর নামে দুই জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বাছিকুল ইসলাম, মাসুদুর রহমান ও মশিউরকে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

[১০৫] নিউএজ ২৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/14532/extremism-tackling-narrative-warrants-transparency

এরপর ‘চরমপন্থী’রা নিজেরাই বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিহত হন বলে র‌্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার মুখপাত্র জানান। নিহত দুইজনের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে।[১০৬]

৮৩. গত ১৬ অক্টোবর নরসিংদী জেলার মাধবদী উপজেলার শেখেরচর ভগীরথপুর এলাকায় ‘চরমপন্থী আস্তানায়’ পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট অভিযান চালালে একজন নারী ও একজন পুরুষ ‘চরমপন্থী’ নিহত হয়েছেন বলে সিটিটিসি ইউনিটের প্রধান জানান।[১০৭]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৮৪. সরকার *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য চার বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে।[১০৮] মানবাধিকার কর্মী যাঁরা বর্তমানের নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতেও সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা নজরদারীসহ বিভিন্নভাবে হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছেন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ

৮৫. ২০১৪ এর প্রতারণামূলক নির্বাচনের পর[১০৯] থেকে বাংলাদেশ সরকারের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ উত্তরাত্তোর বৃদ্ধি পায়, যা বর্তমানে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারত কর্তৃক তার পণ্য সেদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যেগুলোতে পরিবহন করা সম্পর্কিত পাঁচ বছরের একটি খসড়া চুক্তিতে গত ১৭ অক্টোবর অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশের মন্ত্রীসভা।[১১০] ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের বন্দর ও অবকাঠামো ব্যবহারের কারণে ভারত ব্যাপকভাবে উপকৃত হলেও এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কী ধরনের লাভ হতে পারে তার কোন পরিস্কার ধারণাই দেয়নি

---

[১০৬] প্রথম আলো, ৬ অক্টোবর ২০১৮

[১০৭] যুগান্তর, ১৭ অক্টোবর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/101703/

[১০৮] ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলামের সমাবেশে হামলা চালিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রতিবেদন প্রকাশ করায় গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যদের পরিচয়ে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে আদিলুর রহমান খান এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী করে রাখা হয়, যাঁরা এখন জামিনে আছেন। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীনদলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু’র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।

[১০৯] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলে থেকে অদ্ভুত এবং অকার্যকর সংসদ গঠনে ভূমিকা পালন করেছে। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

[১১০] নয়াদিগন্ত ১৮ অক্টোবর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/350033/

বাংলাদেশ সরকার। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের জুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঢাকা সফরকালে চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার জন্য সমঝোতা স্মারকসহ (এমওইউ) রেকর্ডসংখ্যক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আখ্যায়িত করে ভারতের সংবাদমাধ্যম বলেছিল, ভারত যা চেয়েছিল, তার সবই পেয়েছে।[১১১] অথচ এর আগে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরের সময় তিস্তার পানি বন্টনে দিল্লী অপরাগতা প্রকাশ করায় বন্দর দুটি ভারতকে ব্যবহারের সম্মতিপত্রে সই করা থেকে বিরত ছিল ঢাকা।[১১২] ভারত গজলডোবা বাঁধের মাধ্যমে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের কারণে তিস্তাপারের হাজার হাজার মানুষ বিপদের মধ্যে রয়েছেন। পানির ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রশ্নে ভারত সরকার বাংলাদেশের দাবি মানছে না। তাছাড়া ভারত দীর্ঘদিন ধরেই অসমভাবে বাংলাদেশ থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করে আসছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে ব্যাপক হস্তক্ষেপের অভিপ্রায়ে ভারত সরকার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৮৬. ভারতের প্রভাব বিস্তারের নানামুখী তৎপরতার পাশাপশি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যরা বাংলাদেশের নাগরিকদের নির্যাতন ও হত্যা করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিএসএফ'র সদস্যদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে লুটপাটেরও অভিযোগ রয়েছে।

৮৭. *অধিকার* এর তথ্যমতে অক্টোবর মাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র কর্তৃক ৩ জন গুলিতে নিহত এবং ২ জন অপহৃত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৮৮. গত ২০ অক্টোবর ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার কাস্তিভিটা সীমান্তে ৩৮৫/৫ নম্বর সীমানা পিলার সংলগ্ন এলাকা দিয়ে ৭/৮ জন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী গরু আনতে গেলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র হাটখোলা ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে মোহাম্মদ রব্বানী (২৫) নামে এক গরু ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।[১১৩]

৮৯. এরপর গত ২২ অক্টোবর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার চৌকা সীমান্ত দিয়ে একদল বাংলাদেশী নাগরিক গরু আনার জন্য ভারতে প্রবেশ করলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র দৌলতপুর ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের ওপর গুলি ছুঁড়লে জেম আলী (৩০) নামে এক বাংলাদেশী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।[১১৪]

---

[১১১] নয়াদিগন্ত, ৭ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/355051/
[১১২] নয়াদিগন্ত, ৭ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/355051/
[১১৩] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁওয়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/মানবজমিন, ২১ অক্টোবর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=141204&cat=9/
[১১৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৩ অক্টোবর ২০১৮; http://www.bd-pratidin.com/country-village/2018/10/23/370343

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

৯০. *অধিকার* ২০১২ সাল থেকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় *অধিকার* বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে ২০১৬ এর ৯ অক্টোবর এবং ২০১৭ এর ২৫ অগাষ্টের পর বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা ভিকটিমদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এছাড়াও মিয়ানমার সেনা ও চরমপন্থী বৌদ্ধ কর্তৃক তাঁদের ওপর সংঘটিত গণহত্যা, গণধর্ষণ, নির্যাতন, শিশু-নারী-পুরুষদের গুলি করে ও পুড়িয়ে হত্যা, গুম এবং নারী-শিশুদের ধরে নিয়ে যাওয়া, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া এবং রোহিঙ্গাদের হতাহত করার জন্য তাঁদের চলাচলের রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখাসহ বিভিন্ন ধরণের তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। উদাহরনস্বরূপ বলা যায়ঃ

৯১. মিয়ানমারের রাখাইনে (আরাকান) রাজ্যের রাথিডং টাউনশিপের অন্যাইরা গ্রামের জোহরা খাতুন নামে ৬০ বছর বয়সী এক রোহিঙ্গা নারী *অধিকারকে* বলেন, গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ কোরবানির ঈদের দিন নিজ বাড়ির উঠানে গরু জবাই করার সময় সেনারা গ্রামে ঢুকে করে রোহিঙ্গাদের ঘরবাড়িতে আগুন দেয়া শুরু করে। চারিদিকে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। মানুষ চিৎকার করছিল মিলিটারি আসছে বলে। তখন তাঁর স্বামী ও ছয় ছেলেসহ কয়েকশত মানুষ গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে ঝাঁপ দেন। এই সময় সেনা সদস্যরা এসে নদীতে ঝাঁপ দেয়া মানুষগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। মানুষের রক্তে নদীর পানি লাল হয়ে যায়। ঐ সময় জোহরা ও তাঁর ছোট ছেলে মোহাম্মদ হোসেন (১৫) ঘরের কোনায় লুকিয়ে ছিলেন। সেনারা চলে যাওয়ার পর তিনি তাঁর ছেলেকে নদীর ধারে পাঠান বাবা ও ভাইদের খোঁজ নিতে। মোহাম্মদ হোসেন এসে তাঁকে জানায়, সে নদীতে তাঁর বাবা-ভাইসহ অনেক লাশ পড়ে থাকতে দেখেছে। এরপর থেকে মোহাম্মদ হোসেন পাগলের মতো আচরণ করতে থাকে। জোহরা বলেন, নদীতে এতগুলো লাশ দেখার কারণে তাঁর ছেলে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় জোহরা ও তাঁর ছেলে গ্রাম থেকে পালিয়ে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রায় পাঁচ দিন হেটে নাক্ষণদিয়া সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। বর্তমানে তিনি ব্লক ডি-২, শালবন পাড়া, টেকনাফ ক্যাম্পে অবস্থান করছেন।

৯২. বাংলাদেশে রোহিঙ্গা কমিউনিটির নেতা এবং আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস এন্ড হিউম্যান রাইটস্ এর সভাপতি মহিবুল্লাহ এবং তাঁর দুই সহকর্মী রশিদুল্লাহ ও শহিদুল্লাহকে গত ৬ অক্টোবর সকালে কুতুপালং ক্যাম্পের লম্বাশিয়া অফিস থেকে ক্যাম্পে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কয়েক ব্যক্তি কক্সবাজারের উখিয়া টিভি টাওয়ার এলাকায় তাদের অফিসে ডেকে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তাঁর অফিস থেকে একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার, সংগঠনের কাগজপত্র, মিয়ানমারে সংঘটিত সহিংসতার শিকার ভিকটিমের তালিকা, জড়িতদের তালিকা, রাখাইন রাজ্যের সেনা ঘাঁটিগুলোর নাম ও নম্বরসহ অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে যায়। সারাদিন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের পর বিকেলে কাগজপত্রসহ ছেড়ে দেয়া হয়। মুহিবুল্লাহ *অধিকারকে* বলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ক্যাম্পের ভেতরে সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকা, বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো, ত্রাণ বিতরণ এবং

অন্যান্য বিষয় নিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে অসন্তুষ্টি উস্কে দেয়া ইত্যাদি। যদিও এইসব অভিযোগগুলোর কোনটির সংগেই তাঁর সম্পর্ক নেই বলে তিনি দাবি করেন। মহিবুল্লাহ ঐ ব্যক্তিদের জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখতে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু ক্যাম্পগুলোতে কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে যারা মিয়ানমার সরকারের 'ইনফরমার' হিসেবে ক্যাম্পের ভেতরে কাজ করছে, তারাই বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে এবং রোহিঙ্গা স্বার্থ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

৯৩. এদিকে ইউএনএইচসিআর কর্তৃক বিতরণকৃত স্মার্টকার্ড নিয়ে রোহিঙ্গাদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে বলে জানা গেছে, অথচ কেউ মুখ খুলছে না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন রোহিঙ্গা শরণার্থী *অধিকারকে* বলেন, এই স্মার্টকার্ডে শরণার্থীদের 'রোহিঙ্গা' হিসেবে উল্লেখ না করে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক/ইউএনএইচসিআর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা বলেন, যেখানে মিয়ানমার সরকার তাঁদের রোহিঙ্গা হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ায় তাঁরা মিয়ানমারে থাকা অবস্থায় ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড (এনভিসি) নেননি, সেখানে এখন কেন তাঁরা রোহিঙ্গা উল্লেখবিহীন এই কার্ড গ্রহণ করবেন? এই কার্ডে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারের সম্পূর্ণ ঠিকানাও উল্লেখ করা হয়নি। তাঁরা আরো জানান যে, এই স্মার্টকার্ড অনেক রোহিঙ্গাকে জোর করে ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

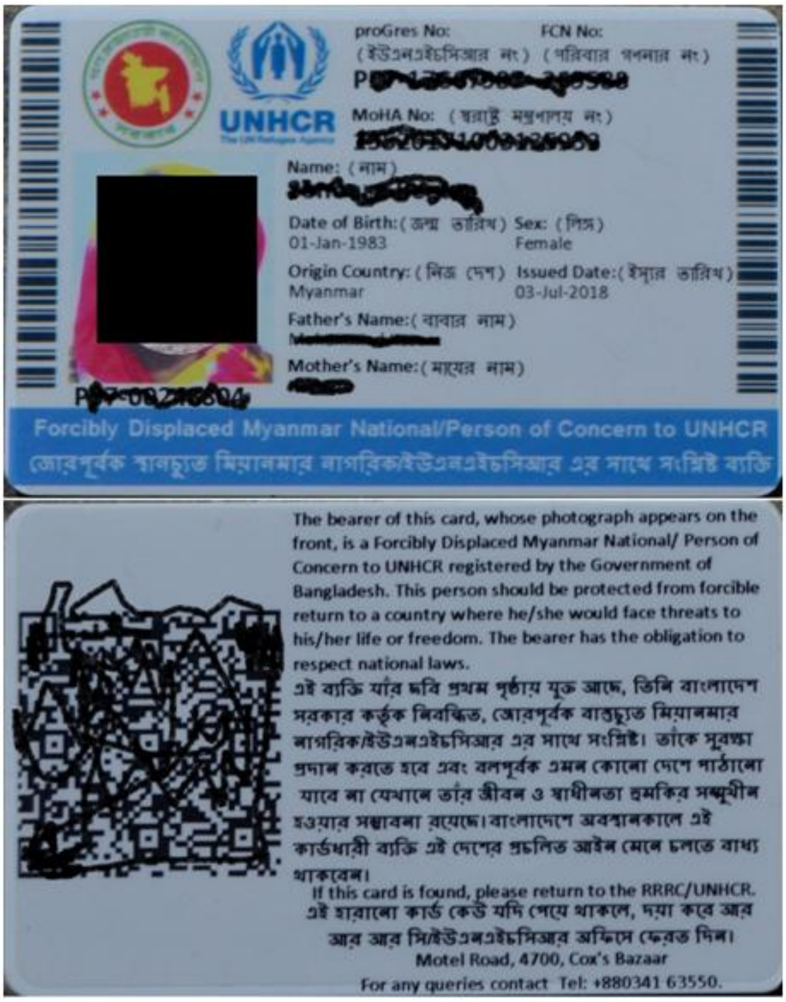

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে ইউএনএইচসিআর কর্তৃক বিতরণকৃত স্মার্ট কার্ড। ছবিঃ অধিকার

সুপারিশ

১. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিকদল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়রানি ও গ্রেফতার অভিযান বন্ধ করতে হবে এবং অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা তুলে নিতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে ।

২. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশন থেকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে।

৩. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানসহ সকল সংবাদ কর্মীদের ওপর আক্রমণকারীদের গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে।

৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩), ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। এই সব আইনে দায়ের করা মামলাগুলো তুলে নিতে হবে এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দিতে হবে।

৫. বিচারবিভাগের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৬. সরকারকে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে অথবা অন্য যে কোন অজুহাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৭. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে।

৮. সরকারকে অবশ্যই গুম বন্ধ করতে হবে এবং গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ ‘ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্’ অনুমোদন করতে হবে।

৯. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে কারখানাগুলোয় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে।

১০. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। ধর্ষণকারীসহ নারীদের ওপর সহিংসতাকারীদের বিষয়ে সালিশ করা বন্ধ করতে হবে এবং নারীর বিচার প্রাপ্তির জন্য পুলিশকে সঠিকভাবে তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে। সরকারদলীয় দুর্বৃত্তরা যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২. 'চরমপন্থিদের' বিরুদ্ধে পরিচালিত সমস্ত অভিযান স্বচ্ছ হতে হবে এবং এই সব অভিযানে নিহতদের ব্যাপারে সরকারকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে হবে।

১৩. ভারতকে অবশ্যই বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা, নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করা এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৪. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছে। এছাড়া জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ারও আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে আহ্বান জানাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ানমার সরকার, সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ অন্যান্য দায়ীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে সহায়তা করতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

১৫. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করার ব্যাপারে দাবি জানাচ্ছে।